|  |
| --- |
| **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2013 সালে 26,193টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন, যা প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 65,566টিসহ মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 1,18,891 এবং এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০১,০০,৯৭২ জন। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতসহ গুণগত শিক্ষা প্রদান, স্কুল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উপকারভোগী হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) নীতিমালা, শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা, শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা, উপবৃত্তি নীতিমালা, জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাসহ শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর ও অধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের 17 অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় পাঠ্ক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে এ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (CEDAW) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে−কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারীর পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

শিক্ষানীতি-২০১০-এ নারী অগ্রগতি এবং অধিকার রক্ষায় যেসকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো−শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, ঝরে-পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি তুলে ধরা, স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা এবং নিচের শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা। মেয়েশিশুদের মধ্যে ঝরে-পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় প্রণীত নিয়োগ নীতিমালার আলোকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং নারীশিক্ষকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক সুবিধা (যেমন-ক্ষেত্রমতে স্বামীর কর্মস্থল/পিতা-মাতার বাসস্থান ইত্যাদি) বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | 97 | 79 | 18 | 18.6 |
| প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  | 6,197 | 5,161 | 1,036 | 16.7 |
| বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট  | 39 | 35 | 4 | 10.৩ |
| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো | 214 | 187 | 27 | 11.6 |
| জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি | 57 | 48 | 9 | 15.৮ |
| শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট | 1,168 | 482 | 686 | 58.7 |
| **মোট :** | **7,772** | **5,992** | **1,780** | **22.9** |

**শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ও হার**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  | 3,59,095 | 1,27,809 | 2,31,286 | 64.4 |
| বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 19,935 | 6,772 | 13,163 | 66.0 |
| এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয় | 18,609 | 13,111 | 5,498 | 29.5 |
| কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়  | 2,00,467 | 79,341 | 1,21,126 | 60.4 |
| এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫) | 9,286 | 1,957 | 7,329 | 78.9 |
| মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয় | 16,114 | 13,142 | 2,972 | 18.4 |
| উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন | 16,854 | 7,523 | 9,331 | 55.4 |
| শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল | 1,180 | 414 | 766 | 64.9 |
| অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র | 2,340 | 269 | 2,071 | 88.5 |
| অন্যান্য | 13,323 | 3,674 | 9,649 | 72.4 |
| **মোট :** | **6,57,203** | **2,93,498** | **4,03,191** | **61.4** |

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তির সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-২০২১ (১ম-৫ম)**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **ছাত্র** | **ছাত্রী** | **ছাত্রীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1,19,14,010 | 60,53,893 | 58,60,117 | 49.2 |
| বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 4,17,832 | 2,04,568 | 2,13,264 | 51.0 |
| এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যালয় | 3,91,413 | 1,97,442 | 1,93,971 | 49.6 |
| কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় | 23,48,038 | 11,89,343 | 11,58,695 | 49.3 |
| এনজিও বিদ্যালয় (গ্রেড ১-৫) | 3,69,426 | 1,84,666 | 1,84,760 | 50.0 |
| মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন বিদ্যালয় | 4,92,936 | 2,48,685 | 2,44,251 | 49.6 |
| উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সেকশন | 5,93,362 | 2,87,131 | 3,06,231 | 51.6 |
| শিশু কল্যাণ প্রাইমারি স্কুল | 31,573 | 15,746 | 15,827 | 50.1 |
| অন্যান্য এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র | 97,676 | 48,635 | 49,041 | 50.2 |
| অন্যান্য  | 3,08,701 | 1,53,214 | 1,55,487 | 50.4 |
| **মোট :** | **1,69,64,967** | **85,83,323** | **83,81,644** | **49.4** |

সূত্র : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| শিক্ষক-শিক্ষিকার দক্ষতা উন্নয়ন | প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ। বছরে গড়ে ১৫,০০০ শিক্ষক ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, যার মধ্যে প্রায় ৬৪% শিক্ষিকা। প্রতিবছর শিক্ষকদের আইসিটিসহ বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে পাঠদানে শিক্ষক বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।  |
| নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার  | পিইডিপি-৪-এর মাধ্যমে ৫০,০০০ চাহিদাভিত্তিক নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও অন্য ২টি প্রকল্পের আওতায় ৬৫,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রতিবছর ৪৫,০০০ বিদ্যালয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬৪% মহিলা কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা সরাসরি নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। |
| স্কুল ফিডিং কর্মসূচি | দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ বর্তমানে চলমান। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে চালুকৃত স্কুল ফিডিং প্রকল্প গত ৩০শে জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। যার আওতায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের সুবিধা ভোগ করেছে। |
| দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি/শিক্ষা ভাতা প্রদান | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করছে। এ উপবৃত্তি প্রদানের ফলে বিদ্যালয়ে নীট ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। |
| নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম | সাক্ষরতা শিক্ষা কার্যক্রমের ৪৫ লক্ষ সুফলভোগীর অর্ধেকই নারী। ফলে এ কর্মসূচি শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষকের হার (GPS) | % | 64.৬ | 64.২ | ৬৪.৪ |
| ২. | মেয়েশিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার | 50.6 | 51.২ | ৪৯.৫ |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ পরিচালনা করছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ৭০% শিক্ষা লাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ৪৯.৫% কন্যাশিশু শিক্ষা লাভ করায় কন্যাশিশুদের শিক্ষা লাভের এ সুযোগ তাদেরকে উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা নির্ধারিত থাকায় শিক্ষিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শতভাগ ভর্তি এবং শিক্ষাচক্র সম্পন্নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয় পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ‘মা দিবস’ আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া স্কুল ফিডিং (মিড ডে মিল) কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মা’দের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের মা’দের নিকট প্রদানের সুযোগ রেখে উপবৃত্তি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে এবং মোবাইল অ্যাপস ‘নগদ’-এর মাধ্যমে সরাসরি মা’দের মোবাইল ফোনে প্রেরণ করা হচ্ছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* বিদ্যালয়ে কার্যকর স্কুল হেলথ কর্মসূচি না থাকা;
* কিশোরীদের শারীরিক/মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং না থাকায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
* ইভটিজিংয়ের কারণে অনেকক্ষেত্রে ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; এবং
* পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে অর্থ ঘাটতি।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা;
* মেয়েশিশুসহ সকল শিশুকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, পোশাক ও স্কুল ব্যাগ দেয়া;
* সহজ গমনে প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
* কারিকুলাম পরিমার্জন-সংশোধন-সংযোজনের সময় নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের বিষয় তুলে ধরা; এবং
* শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েশিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।